পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সাহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আহমদী

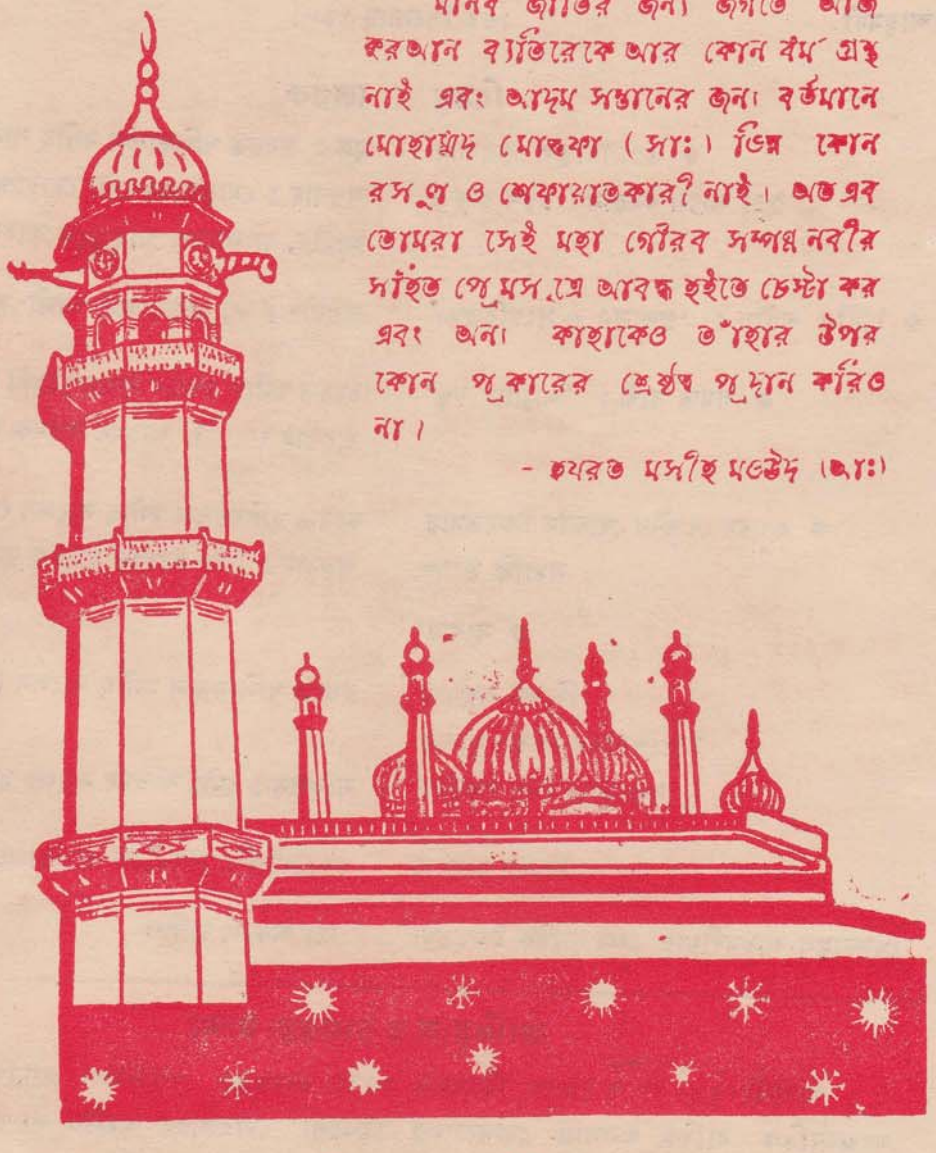

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫ বর্ষ ॥ ১৫শ সংখ্যা

২৯শে অগ্রহায়ন ১৩৮৮ বাংলা ॥ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং ॥ ১৮ সফর ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮১

৩৫শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সুরা আলে ইমরান (১৭শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'সুশাসন ও সৎচরিত্রতা'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* অমত বাণী : 'আল্লার বন্ধু'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* ৩৭তম কেন্দ্রীয় খোদ্দাম ইজতেমায় সমাপ্তি ভাষণ	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* সংবাদ		
বিশেষ পয়গাম	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)	১২
মহাশোকাবহ মর্মন্তুদ সংবাদ		১৩
সমবেদনা সভা অনুষ্ঠিত	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	সেক্রেটারী, তাহরীকে ও ওয়াকফে জদীদ	১৬
খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০ম বার্ষিক ইজতেমা	মোঃ অবদুল জলিল	১৭

কাদিয়ান ও রাবওয়া যাত্রা

আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ৮১ইং রাবওয়ায় অনুষ্ঠিতব্য জামাত আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক বার্ষিক জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে মোহতারম আমীর সাহেব (বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া) বিগত ৬ই ডিসেম্বর ৮১ইং রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম হইতে আরও নয় জন (একজন মহিলা ও একজন শিশুসহ) শীঘ্রই উক্ত জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবেন। কাদিয়ানে ১৮, ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর ১৯৮১ইং অনুষ্ঠিতব্য সালানা জলসায় শামিল হওয়ার জন্য বাংলাদেশ হইতে ছয় জন ভ্রাতা ও ভগ্নী রওয়ানা হইয়াছেন। উভয় জলসার সার্বিক কামিয়াবী এবং যোগদানকারীদের নিরাপদ ও মোবারক সফরের জন্য সকলের নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং : ১৫ই ফাতাহ্ ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা আলে ইমরান

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২০১ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১০)

৪র্থ পারা

১৭ রুকু

১৫৭। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা কুফর করিয়াছে এবং তাহারা তাহাদের ভ্রাতাদের সম্বন্ধে, যখন তাহারা যমীনে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) সফর করে অথবা যুদ্ধের জন্য বাহির হয়, (তখন) বলে, 'যদি তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিত তাহা হইলে তাহারা মরিত না এবং নিহত হইত না' (ইহা এইজন্য) যেন আল্লাহ্ তাহাদের এই কথাকে তাহাদের অন্তরে আক্ষেপের কারণ করেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন, এবং তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ উহা দেখিতেছেন।

১৫৮। এবং যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যু বরণ কর (তবে জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয়ই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং রহমত উহা হইতে অনেক উত্তম যাহা তাহারা সঞ্চয় করিতেছে।

১৫৯। এবং যদি তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হও অথবা নিহত হও, তবে নিশ্চয় তোমাদিগকে একত্রিত করিয়া আল্লাহ্র সমীপে লইয়া যাওয়া হইবে।

১৬০। এবং সেই মহা রহমতের কারণে যাহা আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাকে দেওয়া হইয়াছে, তুমি তাহাদের প্রতি সদয়চিত্ত হইয়াছে. যদি তুমি রুক্ষ এবং কঠোর চিত্ত হইতে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমার চারিপার্শ্ব হইতে সরিয়া পড়িত, অতএব তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং তাহাদের জন্য (আল্লাহ্র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং শাসন-কার্যে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর যখন তুমি (কোন বিষয়ে) সংকল্প কর, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন।

১৬১। যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করেন তাহা হইলে কেহই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হইতে পারিবে না, এবং যদি তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি

ব্যতীত আর কে আছে যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? অতএব আল্লাহ্‌র উপরই মোমেনগণের ভরসা করা উচিত।

১৬২। এবং কোন নবীর পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে যে, সে খেয়ানৎ করিবে, এবং যে ব্যক্তি খেয়ানৎ করিবে সে যাহা খেয়ানৎ দ্বারা অর্জন করিয়া থাকিবে উহা কিয়ামত দিবসে নিজেই উপস্থাপিত করিবে; অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা কিছু সে অর্জন করিয়াছে পূর্ণরূপে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের উপর কোন প্রকার যুলুম করা হইবে না।

১৬৩। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে যে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে (নাযেল করা) গযবকে লইয়া ফিরিয়া আসে এবং তাহার ঠিকানা হয় জাহান্নম? এবং উহা (বসবাসের জন্য) অত্যন্ত মন্দ স্থান।

১৬৪। আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের জন্য বিভিন্ন পর-মর্যাদা আছে এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্‌ তাহা দেখিতেছেন।

১৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মোমেনগণের উপর এক অনুগ্রহ করিলেন যখন তিনি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এমন এক রসুল আবির্ভূত করিলেন যে তাঁহার আয়াত সমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে ও তাহাদিগকে (কলুষ হইতে) পবিত্র করে এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে (নিপতিত) ছিল।

১৬৬। এবং (ইহা) কি (সত্য নহে যে) যখনই তোমাদের উপর মুসীবত আসিয়াছিল, যাহার দ্বিগুণ তোমরা হানিয়াছিলে, তখন তোমরা বলিয়াছিলে, ইহা কোথা হইতে আসিল? তুমি বল, ইহা তোমাদের নিজ হইতে আসিয়াছে; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৬৭। এবং যেদিন দুই দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল (সে দিন) তোমাদের উপর (মুসীবত) যাহা আসিয়াছিল, জানিও, উহা আল্লাহর আদেশেই (আসিয়াছিল) এবং (এজন্য আসিয়া ছিল যে) যেন তিনি মোমেনগণ (-এর পরিচয়)-কে প্রকাশ করিয়া দেন।

১৬৮। এবং যাহারা মুনাফেকী করিয়াছিল তাহাদের (পরিচয়)-কেও যেন প্রকাশ করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে (অর্থাৎ মুনাফেকগণকে) বলা হইয়াছিল, 'এস, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর, এবং (শত্রুদের আক্রমণকে) প্রতিরোধ কর', তাহারা বলিয়াছিল, যদি আমরা যুদ্ধ করিতে জানিতাম, তবে নিশ্চয় তোমাদের অনুগমণ করিতাম, সেদিন তাহারা ঈমানের তুলনায় কুফরের অধিকতর নিকটবর্তী ছিল; তাহারা নিজেদের মুখে এমন কিছু বলে, যাহা তাহাদের অন্তরে নাই, এবং তাহারা যাহা কিছু গোপনে করিতেছে তাহা আল্লাহ্‌ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন।

১৬৯। (তাহারা ঐ সকল লোক) যাহারা (পিছনে) অবস্থান করিয়া আপন ভ্রাতাগণের সম্বন্ধে বলিয়াছিল, 'যদি তাহারা আমাদের কথা মানিত তাহা হইলে তাহারা মারা

যাইত না।' তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক, তবে তোমরা নিজদিগের উপর হইতে মৃত্যুকে সরাইয়া দেখাও।'

১৭০। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না, বরং তাহারা তাহাদের রব্বের সন্নিধানে জীবিত আছে (এবং) তাহাদিগকে রিয্‌ক দেওয়া হইতেছে।

১৭১। এবং আল্লাহ্‌ আপন অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন উহাতে তাহারা আনন্দিত, এবং যাহারা তাহাদের পিছন হইতে আসিয়া এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই ঐ সকল লোকের সম্বন্ধেও তাহারা আনন্দিত, কারণ তাহাদের জন্য কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

১৭২। আল্লাহ্‌র নেয়ামত এবং অনুগ্রহের জন্য তাহারা আনন্দ করিতেছে, এবং (এই জন্যও যে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মোমেনগণের শ্রম-ফল বিনষ্ট করেন না। (ক্রমশঃ)

("তফসীরে সগীর" হইতে পবিত্র কুরআনের তরজমার বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ (৪-এর পাতার পর)

৬। হযরত মায়ায বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যেখানেই তোমরা থাক, আল্লাহ্‌তায়ালার 'তাকওয়া' অবলম্বন করিবে। যদি কোনো অপকর্ম করিয়া ফেল, পরক্ষণেই সুকর্ম (নেক কাজ) করিতে তৎপর হইবে। এই পুণ্য সেই অপুণ্যকে মুছিয়া দিবে।" (তিরিমিযি, কিতাবুল বিররে ওয়াস সালাহ, বাবু ফি মাওয়াশোরাতেন-নাস; ২:২০ পৃঃ)

৭। হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমার নিকটে ঐ সব ব্যক্তি যাহাদের আচার-ব্যবহার সবচেয়ে ভাল। আমার সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় এবং আমা হইতে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী তাহারা হইবে, যাহারা 'সাসারূন' অর্থাৎ মুখর, বড় বড় কথা বলে ও বাক্যবাগীশ, যাহারা 'মুতাশাদ্দেকুন' অর্থাৎ লোকের সাথে তকব্বরি করে, এবং যাহারা 'মুতাফাইহেকুন' অর্থাৎ মুখ ফুলাইয়া কথা বলে।" সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন: 'সার্সারূন' ও 'মুতাশাদ্দেক' ত আমরা জানি, 'মুতাফাইহেক' কাহাকে বলে? তিনি (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, 'মুতাফাইহেক' হইল অহঙ্কার স্ফীত কথা-বার্তা যাহারা কহে।"

(তিরমিযি কিতাবুল-বিরে ওয়াসসালাহ বাবু ফি মায়ালিইল আখলাক; ২:৩২ পৃঃ)

৮। হযরত আবু যার রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: আমার উম্মতের ভাল ও মন্দ কর্ম (আমল) আমার সম্মুখে পেশ করা হইয়াছিল। তখন আমি তাহাদের সুকর্মের মধ্যে পথ হইতে কষ্ট-প্রদায়ক জিনিস অপসারণ সম্পর্কিত সুকর্মও দেখিয়াছি এবং তাহাদের অপকর্মের মধ্যে মসজিদ বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে নাসিকা পরিস্কার করা এবং তাহাতে মাটি দিয়া চাপা না দেওয়ার কার্য দেখিয়াছি। (মুসলিম বাবুন নাহ্‌ইয়ে আনিল-বুসাকে ফিল মাসাজিদ; ১:২০১)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুদিত)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হাদিস শরীফ

সুশাসন ও সৎচরিত্রতা

১। হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে ফরমাইয়াছেন: আবদুর রহমান, তুমি ইমারত এবং হুকুমত চাহিবে না। যদি প্রার্থনা ব্যতীত এই পদ লাভ হয়, তবে এই দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাকে সাহায্য করা হইবে। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা তোমার সাহায্য করিবেন। এবং যদি তুমি প্রার্থী হওয়ায়, এই পদ তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তুমি তাঁহার পাকড়াও-এর অধীনে থাকিবে, ঐশী সাহায্য (তায়ীদ-ইলাহী) হইতে বঞ্চিত থাকিবে। তেমনি যখন কসম খাও এবং সেই কসমের বিপরীত তুমি উৎকৃষ্ট বিষয় দেখিতে পাও, তখন সেই উৎকৃষ্ট বিষয় অনুযায়ী কার্য করিবে এবং তোমার কসম ভাঙ্গিয়া দিবে ও উহার "কাফ্ফারা" পালন করিবে।"
['বুখারী', কেতাবুল আহ্কাম, 'বাবু মান সা'আলাল্-ইমরাতা উক্কেলা ইলাইহা: ২:১০৫৮]

২। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আল্লাহতায়ালা যখন কোনো শাসকের মঙ্গল চাহেন তখন তাহাকে সাচ্চা মঙ্গলকামী মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা দেন। যদি শাসক কোনো কথা ভুলিয়া যায়, তখন ঐ মন্ত্রী তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং শাসকের স্মরণ থাকিলে তাঁহার ঐ কাজে তাহাকে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহতায়ালা কাহারো মঙ্গল না চাহেন তবে কুপরামর্শদাতা অসাধু মন্ত্রী তাহার ভাগ্যে জুটে। যদি সে কোনো কথা ভুলিয় যায় তবে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় না এবং যদি তাহার স্মরণ থাকে তবে তাহাতে তাহার যথার্থরূপে সাহায্য করে না।" ['আবু দাউদ', 'কিতাবুল খেরাজ' বাবু ফি ইত্তেখাজিল ওয়াযির ২: ৬৮ পৃঃ]

৩। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বাপেক্ষা সুচরিত্র সদাচারী ছিলেন।" ['মুসলিম', কিতাবুল ফাযাইল, বাবু কানা রাসুলুল্লাহে আহ্সানা-নাসে খুলকান, ২: ৬৮ পৃঃ]

৪। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর বিন্ আস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন: "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং কখনো সীমা লঙ্ঘন করিতেন না এবং সীমা লঙ্ঘন কখনো পছন্দ করিতেন না। তিনি ফরমাইতেন: 'ইন্না মিন খিয়ারেকুম আহসানাকুম'—'তোমাদের সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যাহার আখলাক-আচরণ সবচেয়ে ভাল।"
['বুখারী' 'কিতাবুল আদব,' বাবু লাম ইয়াকুনিন নাবীয়ু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফাহেশাওঁ অওয়ালা মুতাফোহেসা: ২: ৮৯১ পৃঃ]

৫। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "মুমেনগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কামেল ও পূর্ণ ইমানদার সে-ই, যাহার আচরণ সবচেয়ে ভাল, এবং তোমাদের মধ্যে তাহারই আচার-আচরণ সর্বাপেক্ষা ভাল, যে তাহার স্ত্রীর জন্য ভাল এবং স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম ব্যবহার করে।"
['তিরমিযি', কিতাবুন নিকাহ্, বাবু ফি হাক্কিল-মারয়াতে আলা যওজেহা: ১৩৮ পৃঃ]

(৩-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম
মাহ্‌দী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আল্লাহর বন্ধু

"কোন কোন লোক নিজের নির্বুদ্ধিতা ও ত্বরা বশতঃ ইহাও বলিয়া ফেলে, 'আমার কি অলি-আল্লাহ্ হইতে হইবে?!' আমার মতে এরূপ লোক কুফরের পর্যায়ে উপনীত। খোদাতায়ালা তো সকলকেই 'অলি' (বন্ধু) বলেন এবং সকলকেই তাঁহার অলি বানাইতে চান। সেজন্যই তিনি اهدنا الصراط المستقيم —দোয়া করিতে নির্দেশ দেন। তিনি চান, তোমরা যেন তাঁহার পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ন্যায় হইয়া যাও। যে ব্যক্তি বলে যে সে ঐরূপ হইতে পারে না সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি কার্পণ্যের দোষারোপ করে এবং সেইজন্য এই কথাটা কুফরের পর্যায়ভুক্ত। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অন্যতম উচ্চ মোকাম ও মর্যাদা তো এই ছিল যে তিনি 'মাহবুব-ই-ইলাহী' ('আল্লাহ্‌র প্রিয়') ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা অন্যান্য সকলকেও ঐ মোকামে পৌঁছার পথের নির্দেশ ও সন্ধান দান করিয়াছেন। যেমন, তিনি বলিয়াছেন: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله অর্থাৎ 'তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যদি তোমরা 'মাহবুব-ই-ইলাহী' (আল্লাহ্‌র প্রিয়) হইতে চাও, তাহা হইলে আমার অনুবর্তিতা কর তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকেও তাঁহার প্রিয় বানাইবেন।' এখন চিন্তা করিয়া দেখ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুবর্তিতা মানুষকে 'মাহবুবে-ইলাহী'তে পরিণত করে। তারপর আর কিসের প্রয়োজন?! কিন্তু আসল কথা এই যে এই সকল লোক আল্লাহ্‌তায়ালাকে সনাক্ত করিতে পারে নাই। وما قدروا الله حق قدره —'(এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে যেরূপ সনাক্ত করা উচিত ছিল সেইরূপ সনাক্ত করিতে ব্যর্থ হইয়াছে।—অনুবাদক)।" (মলফুজাত, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৬৫)

আল্লাহর রেজামন্দি

'আমার বলার সারবস্তু হইল এই যে, আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত আমরা যেন আল্লাহ্‌তায়ালার রেজামন্দি ও সন্তোষ লাভের প্রত্যাশী ও প্রয়াসী হই এবং ইহাকেই আমাদের জীবনের মূল ও অভীষ্ট লক্ষ্য বলিয়া গণ্য করি। আমাদের সকল চেষ্টা-প্রেয়াস আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের লক্ষেই নিয়োজিত হওয়া উচিত যদিও তাহা কঠিন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীর মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার রেজামন্দি দুনিয়া ও উহার সকল প্রকার ভোগ-বিলাশ অপেক্ষাও শ্রেয় ও সব কিছুর উর্ধে। (মলফুজাত, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৮৩)

কাহারো প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতা বা বিদ্বেষ পোষণ করিবে না

"আসলে সত্য কথা এই যে, মানুষের পারস্পরিক হক্ক ও দায়িত্ব (হুকুকুল-ইবাদত) পালন করাই হইল মানবজীবনের সব চাইতে কঠিন ও নাজুক স্তর। কেননা সব সময়ই তাহাকে ইহার (অর্থাৎ পারস্পরিক হক্ক ও দায়িত্ব পালনের) সম্মুখীন হইতে হয় এবং সর্বক্ষণ এই পরীক্ষা তাহার সামনে আসিতে থাকে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাহার খুব সাবধানে পদক্ষেপ

গ্রহণ করা উচিত। আমার তো ধর্ম (নীতি) এই যে, শত্রুর সহিতও সীমাতিরিক্ত কঠোর ব্যবহার করা উচিত নয়। এমন কিছু লোকও আছে যাহারা তাহাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব শত্রুর ধ্বংস সাধনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইতে চায়। তারপর এরূপ চিন্তা-ভাবনায় পড়িয়া জায়েয-নাজায়েয, বৈধ-অবৈধ কোন কিছুই পরোয়া করে না। তাহার দুর্নাম ঘটাইবার জন্য তাহাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়, তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে, তাহার পশ্চাতে তাহার দোষ-ত্রুটি বলিয়া বেড়ায় এবং অপরাপরকে তাহার বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে। এখন চিন্তা করিয়া দেখ, সামান্য শত্রুতা বশতঃ কত রকম মারাত্মক পাপাচারে সে লিপ্ত হইয়া পড়ে। তারপর এই সকল পাপ হইতে যখন আরও পাপের জন্ম ঘটিবে এবং উহাদের কুফল দেখা দিবে, তখন পরিণাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে!

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে তোমরা কাহাকেও ব্যক্তিগত শত্রু মনে করিবে না এবং বিদ্বেষ পোষণের এই স্বভাব সর্বতঃ বর্জন করিবে। যদি খোদাতায়ালা তোমাদের সঙ্গে থাকেন, তিনি তোমাদের সহায় হন এবং তোমরা তাঁহার হইয়া যাও, তাহা হইলে তিনি শত্রুকেও তোমাদের দাস ও সেবকদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু যদি তোমরা খোদা-তায়ালার সহিতই সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বস ও তাঁহার সহিতই তোমাদের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ না থাকে এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের আচরণ ও চাল-চলন হইয়া থাকে, তাহা হইলে খোদাতায়ালা অপেক্ষা তোমাদের শত্রু আর কে হইবে?! সৃষ্ট-জীবেরশ ক্রতার কবল হইতে মানুষ রক্ষা পাইতে পারে কিন্তু খোদাতায়ালা যদি কাহারও শত্রু হইয়া যান, তখন সমগ্র সৃষ্ট-জীব মিলিতভাবে মিত্র হইলেও তাহার কোন কিছুই লাভ হইতে পারে না। সেজন্য তোমাদের কর্ম-পন্থা নবীগণের কর্মপন্থা অনুযায়ী হওয়া উচিত। খোদাতায়ালার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ইহাই যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন শত্রু যেন তোমাদের না থাকে।

খুব স্মরণ রাখিবে যে, মানুষের মান-মর্যাদা তখনই লাভ হয়, যখন সে কাহারও ব্যক্তিগত ভাবে শত্রু না হয়। অবশ্য আল্লাহ্ ও রসুলের ইজ্জতের ব্যাপারে ভিন্ন আদেশ রহিয়াছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খোদা এবং তাঁহার রসুলকে সম্মান করে না বরং সে যদি তাঁহাদের শত্রু হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে তোমরা নিজেদের শত্রু মনে করিবে। এরূপ শত্রু মনে করার অর্থ ইহা নয় যে, তোমরা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ কর এবং অযথা তাহাকে ক্লেশ দানের দুরভিসন্ধি আঁট, তাহাকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ কর। তাহা নয়, বরং উহার অর্থ হইল এই যে তাহার নিকট হইতে পৃথক ও দূরে থাক এবং তাহার ব্যাপার খোদাতায়ালার সোপর্দ করিয়া দাও। যথাসম্ভব তাহার সংশোধনের জন্য দোওয়া কর। তুমি কখনও তাহার বিরুদ্ধে প্রথম উদ্যোগ নিতে যাইও না। এই সকল বিষয় হইল আত্ম-শুদ্ধি লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।"

(মলফুজাত, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩৪)

অনুবাদঃ **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

কেন্দ্রীয় খোদ্দাম ও লাজনার বার্ষিক ইজতেমাদ্বয়ে

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) প্রদত্ত

সমাপ্তি ভাষণ

খোদ্দাম ও লাজনা প্রত্যেক মহকুমা পর্যায়ে দৈহিক ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ ক্লাব স্থাপন করিবে।

এত শক্তিশালী হও যে, যে-কেহ তোমাদিগকে সাহায্যের জন্য ডাকিলে তোমরা যেন তৎক্ষণাৎ আগাইয়া গিয়া সাহায্য করিতে পার। দুঃখ-যাতনা সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করি না বরং দুঃখ-যাতনা দানকারীদের জন্য আমাদের দুর্ভাবনা; তাহাদের জন্য আপনারা দোয়া করুন।

রাবওয়া: ২৫শে ইখা/অক্টোবর—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে যে চারিশ্রেণীর শক্তি দান করিয়াছেন—অর্থাৎ দৈহিক শক্তি, ধী-শক্তি, নৈতিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি—এগুলির প্রতিটিতেই আহমদী পুরুষ ও মহিলা.ক সমগ্র পৃথিবীবাসীর মোকাবেলায় আগাইয়া যাওয়া উচিত। হুজুর বলেন, তাহা হইলেই ইসলাম জগৎব্যাপী বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা এবং কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাউল্লাহর সমাপ্তি অধিবেশনে উভয় শাখা-সংগঠনের সদস্যদিগের উদ্দেশ্যে একই সময়ে ভাষণ দান করিয়া হুজুর বলেন যে তিনি ইজতেমার উদ্বোধনকালে যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা ছিল একটি সুদীর্ঘ বিষয়বস্তুর রূপরেখা। হুজুর বলেন, এখন সেই স্কীমের শুধু শিরোনাম গুলি বলা হইয়াছে কিন্তু আমি চাই উহার আমল যেন এখন হইতেই শুরু হইয়া যায়।

খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা নিচয়ের পরিপোষণ ও বিকাশ সম্বন্ধীয় প্রোগ্রামের একটি আমলি দিক উল্লেখ করিয়া হুজুর সোয়াবিন ব্যবহার করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুজুর বলেন, আমি বিশ বৎসর কাল যাবৎ জামাতের মনোযোগ ইহার দিকে আকর্ষণ করিতেছি। সোয়াবিনের অন্যতম বিশেষ উপকার হইল এই যে ইহার ব্যবহারে হৃদপিণ্ডে কখনও রোগের আক্রমণ হয় না। হুজুর বলেন, চীনদেশে হৃদরোগ নাই বলিলেই চলে। ইউরোপবাসীরা হতভম্ভ যে এ কিরূপ এক জাতি যাহাদের হৃদরোগ হয় না! ইউরোপের বড় বড় ডাক্তার চীন গমন করেন। রিসার্চ করিয়া তাহারা এই সন্ধান লাভ করেন যে তাহাদের প্রত্যেক খাদ্যেই সোয়াবিন শামিল থাকে যাহার ফলে হৃদপিণ্ডে চর্বি এবং ঐ জাতীয় অন্য পদার্থ জমাট বাঁধিতে পারে না। হুজুর বলেন যে সোয়াবিনে সকল প্রকারের পরিচিত ভিটামিনস বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সকল শ্রেণীর খনিজ পদার্থও (Minerals) ইহাতে আছে। হুজুর একজন আহমদীর ঘটনাও শোনান, যিনি বলিয়াছিলেন যে আপনি তো আমাদিগকে এখন বলিতেছেন; আমেরিকার প্রতিটি ব্যক্তি সোয়াবিনের উপকারাদি সম্বন্ধে জ্ঞাত। আমেরিকায় ইহার বিরাট ইণ্ডাস্ট্রী কায়েম আছে।

হুজুর বলেন যে শুধু ওয়াজ ও নসিহত যথেষ্ট নয়। খোদ্দামুল আহমদীয়া যেন এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাহাতে মানুষ যেন ইহা খাইতে অভ্যস্ত হয়। হুজুর বলেন, আমার নিকট এরূপ একটি পুস্তক আছে যাহার মধ্যে সোয়াবিন বন্ধনের তিন শতাধিক পদ্ধতি বর্ণিত আছে।

হুজুর (আইঃ) দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখার এবং উহার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বলেন যে যেখানেই লাজনা কায়েম আছে সেখানে লাজনার খেলা-ধুলার ক্লাব থাকা উচিত। হুজুর লাজনাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে আপনারা প্রস্তুত হউন। আমি যাহা মুতালবা করিব ও যে বিষয়ের আহ্বান জানাইব তাহা আপনাদিগকে পূরণ করিতে হইবে। হুজুর বলেন, এক বৎসরের মধ্যে আগামী ইজতেমার পূর্বেই সমগ্র পাকিস্তানে মহকুমা পর্যায়ে অর্থাৎ প্রতিটি মহকুমায় যেখানে সব চাইতে বড় লাজনা কায়েম আছে সেখানে উক্ত ক্লাব স্থাপন করা হউক। হুজুর বলেন, এই উপলক্ষে জমির ব্যবস্থা করার এক সমস্যা আছে। সুতরাং নয় বৎসরের জন্য জমি ভাড়া নেওয়া হউক এবং নয় বৎসরের ভাড়া আমার নিকট হইতে নিয়া নিন। উহার চারিদিক একটা কাঁচা উঁচু প্রচীর তুলিয়া দিন। সেখানে দোলনা লাগান। ইহা অত্যন্ত ভাল ব্যায়াম। ছোট বাচ্চাদের জন্য পিচ্ছিল সিঁড়ি (Sleeper) বানাইয়া দিন। এরূপ অন্যান্য আরও জিনিস বানান। ইহার জন্য এক বিঘা পরিমাণ জায়গা যথেষ্ট হইবে। অবসর সময়ে মহিলাগণ সেখানে যাইয়া ব্যায়াম ও খেলা-ধুলা করিবে। হুজুর বলেন, মহিলারা গৃহে একাকী বসিয়া থাকেন, অনেকটা সময় বেকার কাটিয়া যায়। মহিলাদের উচিত ঐরূপ জায়গা প্রস্তুত করিয়া সেখানে যেন তাঁহারা যান এবং সেখানে ভিডিউ (Vidiu)-এর ব্যবস্থা করা হউক। এখন তো হজ্বের ইবাদতগুলিও (মানাসিকে-হজ্ব) টি-ভিতে আসিয়া গিয়াছে। আহমদী মহিলা ব্যতীত অন্যান্য মহিলাদিগকেও দেখানো হউক। তাহারাও ইহা খুব উপভোগ করিতে পারিবেন।

হুজুর বলেন, আহমদীর জন্ম তো এজন্যই হইয়াছে যে সে কাহারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করিবে না। প্রীতি, আর শুধু প্রীতি! অতি মনোরম পার্বত্য প্রশ্রবণের স্নিগ্ধ পানির ন্যায় তাহার প্রেম !! ইনশাআল্লাহ দুনিয়া উহার সুপ্রভাব গ্রহণ করিবে।

খোদ্দামও ক্লাব স্থাপন করুন ঃ

হুজুর লাজনা ব্যতীত খোদ্দামেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, তাহারাও এক বৎসরের মধ্যেই প্রতিটি মহকুমা ভিত্তিতে ক্লাব কায়েম করুক, যেখানে মিরোডাবা (এক প্রকার খেলা), কাবাডি ইত্যাদি খেলা অনুষ্ঠিত হউক। হুজুর বলেন, মিরোডাবা ব্যায়ামের জন্য একটি উত্তম খেলা। আমি নিজেও (বাল্যকালে) এই খেলা খেলিয়াছি। হুজুর বলেন, ইহা ছাড়া সাইকেল চালানো খুবই ভাল ব্যায়াম। সোয়াবিনের ন্যায় ইহাও হৃদরোগের প্রতিরোধক। এতদ্ব্যতীত, এই সকল ক্লাবে বুকডন এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য ব্যায়াম

বরা যাইতে পারে। হুজুর বলেন, এই স্বাস্থ্যগত শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কাহাকেও কষ্ট দেওয়া নয় বরং ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের সুখ ও কল্যাণ সাধন করা। হুজুর আরো বলেন যে খোদ্দামকে এই কর্মসূচী (প্রোগ্রাম) এজন্য দিতেছি যে, ব্যায়াম মূলক খেলা-ধুলা সংগঠন ও শৃঙ্খলা বিধানের উত্তম দৃষ্টান্ত। সেইজন্য আমলী প্রোগ্রাম হইবে এই যে প্রত্যেক মাসে দুইটি মহকুমার মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে, প্রতি তিন মাস অন্তর জিলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা হইবে, প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর কমিশনারী ভিত্তিক এবং বৎসরান্তে একবার এখানে (কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য) ইজতেমাতে দেশীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা সমূহ অনুষ্ঠিত হউক। হুজুর বলেন, ততটুকু খাদ্যই ভক্ষণ কর, যতটুকু হজম করিতে পার, আর ততটুকু হজম কর যেটুকুতে শক্তি লাভ হয় এবং সেইটুকু শক্তি যেন সঞ্চয় হয় যাহাতে দুনিয়ার কোন জাতি যদি তোমাদিগকে সাহায্যার্থে ডাকে, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া যাইতে পার। হুজুর সাহায্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে ফয়সালাবাদ জিলার মজলিশ-ই-খোদ্দামুল আহমদীয়া অতি উত্তম কার্যের পরিচয় দিয়াছে। সাত সহস্রাধিক রোগীর চিকিৎসা তাহারা করিয়াছে; খুব উত্তম কাজ করিয়াছে। উক্ত অঞ্চলে বন্যা হইয়াছিল এবং রোগ-ব্যধি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

নৈতিক ক্ষমতা নিচয়ের উন্নতি ও বিকাশ সাধন প্রসঙ্গে ঃ

হুজুর তাঁহার তাজা প্রোগ্রামের আমলি (বাস্তবায়নের) ক্ষেত্রে আখলাকী তথা নৈতিক ক্ষমতা নিচয়ের উন্নতি বিধান প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রতিটি মজলিসে ৩ হইতে ৯ জন এরূপ খোদ্দাম থাকিতে হইবে যাহারা এই অঙ্গীকার করিবে যে মরিয়া যাইবে তবুও তাহারা বদ আখলাকী করিবে না, নৈতিকতাকে অক্ষুন্ন রাখিবে, এবং এই অঙ্গীকারও করিবে যে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করিয়া দিবে তথাপি কাহাকেও বদ আখলাকী করিতে দিবে না, নৈতিকতাভঙ্গ হইতে দিবে না। ইহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়া করুন যেন তিনি ইহাতে স্থির ও কায়েম থাকার তওফিক দান করেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যে সকল আদেশ দিয়াছেন উহাদের মধ্যে মানবীয় শক্তি ও সামর্থ্যের উর্ধে এরূপ কোন একটিও আদেশ নাই। দ্বীন বা ধর্মে কোনরূপ কাঠিণ্য নাই; উহা সহজ-সরল। আল্লাহ্‌তায়ালা চান, যাহার যতটুকু সাধ্যে কুলায় এবং যে পরিমাণ শক্তি ও সামর্থ্য সে লাভ করিতে পারে তদনুপাতে সে যেন তাহার স্বভাবজ ক্ষমতা সমূহে পূর্ণতালাভে সচেষ্ট হয় এবং সেগুলিকে উন্নতির চূড়ান্ত রূপদানে যত্নবান হয়। হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিটি পুরুষ ও মহিলার জন্য পূর্ণ উন্নতি লাভের উপকরণ ও উপাদান সমূহ উদ্ভাবন করিয়াছেন; এখন যে এই পথ হইতে বিচ্যুত হয় আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার সম্বন্ধে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইহা জানাইয়া দিতে নির্দেশ দিয়াছেন যে তাহার ব্যাপারে তাঁহার (সাঃ) উপরে কোন দোষ বর্তাইবে না। রসুল করীম (সাঃ) ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার মাধ্যমে কামেল কিতাব আসিয়া গিয়াছে। উহার উপর পূর্ণরূপে আমল করার দৃষ্টান্ত ও আদর্শ নমুনা তিনি পেশ করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্‌তায়ালা মানব

প্রকৃতিসম্মত হেদায়েত বা নির্দেশনা লাভের প্রতিটি পথ উন্মুক্ত ও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং এই শিক্ষার মধ্যে কোন কমি বা ত্রুটি ও অভাব নাই; আর উহাতে কোন কিছু বৃদ্ধি করারও অবকাশ নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহি করিয়াছেন যে, 'আমার কামেল ইত্তেবা ও পূর্ণ অনুবর্তিতা কর এবং অধ্যবসায় সহকারে এবং ধীর-স্থির থাকিয়া আমার অঞ্চল ধরিয়া রাখ, এবং সমগ্র জগদ্বাসীও যদি বলে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অঞ্চল ছাড়িয়া দাও, তবুও উহা কখনও ছাড়িবে না, এবং দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য সহকারে আমার অঞ্চল ততক্ষণ পর্যন্ত ধরিয়া থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌তায়ালা কোন ফয়সালা করিয়া দেন। আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন করীমে বলিয়াছেন, 'যখন আমি কাহাকেও পুরস্কার দানের ফয়সালা করিয়া থাকি, তখন পৃথিবীময় সমগ্র সীমালঙ্ঘনকারী শক্তিবর্গ একজোট হইয়াও সেই পুরস্কারকে ছিনাইয়া নিতে পারে না।' সেইজন্য তোমরা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দুঃখীত ও চিন্তান্বিত হইবে না বরং পূর্ণ তওক্কল ও পূর্ণ আশা-ভরসা সহকারে আল্লাহ্‌-তায়ালা এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আহ্‌কাম ও শিক্ষা প্রতিপালনে জীবনযাপন করিয়া যাইবে।

হুজুর বলেন, ঠিক ঐরূপেই আমাদিগকে জীবনযাপন করিতে হইবে এবং ঐভাবেই আমাদের সময়কে নির্ধারিত ধারায় ব্যয় করিতে হইবে। আল্লাহ্‌ করুন, তাহাই যেন হয়।

পরিশেষে হুজুর বলেন, এখন আমরা দোওয়া করিবে। প্রথম আমরা নিজেদের জন্য দোওয়া করিব বরং মুসলিম উম্মার জন্য দোওয়া করিব। দ্বীনে-ইসলামের জন্য এই দোওয়া করিব যে, যে সকল দুর্বল লোক ইসলাম হইতে দুরে সরিয়া আছে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাহাদিগকে ইসলামের নিকটবর্তী করিয়া দেন। ইসলামের নূর যে কোটি কোটি মানবহৃদয়ে উদ্ভাসিত ও উদ্বেল হওয়া উচিত ছিল ঐ সমগ্র মানবহৃদকে ইসলামের জ্যোতিশুন্য সকল মানববক্ষ, শহর-নগর, পল্লী জনবসতি ও উহাদের সকল গৃহ-বাড়ী সহ ইসলামকে ফিরাইয়া দেন। যে প্রতিটি হৃদয় স্পন্দনরত আছে উহা যেন لا إله إلا الله -এর আবৃত্তি মুখর হইয়া স্পন্দিত হয়। হুজুর বলেন, আমরা মানব জাতির জন্য দোওয়া করিব। মানবজাতি যে ধ্বংস-গহ্বরের দিকে ধাবমান রহিয়াছে উহা চিন্তা করিলেও আমি শিহরিয়া উঠি। ইহা যে কত ভয়নাক ও ভীতিপ্রদ ব্যাপার, উহা তোমরা কল্পনাও করিতে পারে না!! এবং আমি উহা বর্ণনা করিতেও বিব্রত বোধ করি। এই জাতিগুলিকে (যাহারা মনে করে যে, তাহারা আকাশের উর্ধতন স্তরসমূহে পৌছিয়াছে অথচ তাহারা প্রকৃতপক্ষে ভূ-তলের গভীরেই পড়িয়া আছে) বাহ্যতঃ এরূপই দেখা যাইতেছে যে, দুনিয়ার কোন শক্তি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌-তায়ালা স্বয়ং তাহাদের অঙ্গুলী ধরিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। হুজুর বলেন, আমরা দোওয়া করি যে, যাহারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে আরোপিত, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে আলো, নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য্য দান করুন, এবং তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বদৌলত ও কল্যাণ প্রসাদে সত্যিকার অর্থে মানব-

জাতির সেবক ও খেদমতকারী হিসাবে পরিণত ও নিরূপিত হউক। হুজুর বলেন, দোওয়া করুন মজলুম আহমদীদের জন্য; মজলুম এই হিসাবে যে মানুষ আপনাদের উপর জুলুম ও অত্যাচার করে, কিন্তু আর এক হিসাবে আপনারা মজলুম নহেন, এবং তাহা এই হিসাবে যে, খোদাতায়ালা নিজে বলিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহার আমান ও হেফাজতে রহিয়াছ। হুজুর বলেন, যাহা হউক, আমরা দুঃখ-কষ্টে আছি বটে, তবে আমরা দুঃখ-কষ্টকে পরোয়া করি না, বরং ক্লেশ দানকারীদের ব্যাপারেই আমরা চিন্তান্বিত। হুজুর বলেন, জগৎ জোড়া বিস্তৃত বিভিন্ন জাতীয়ের (বা দেশের) ঐ সকল আহমদীদের জন্যও দোওয়া করুন যাহারা হিম্মত ও সাহসিকতার সহিত নির্ভয় ও নির্ভিক চিত্তে জামাত আহমদীয়ার জন্য কাজ করিয়া যাইতেছেন। তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গরাও আছেন, আমেরিকান, ইউরোপিয়ান এবং প্রাচ্যবাসীরাও আছেন। তাঁহারা অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে খোদ্দামের কারকুন ও ওহ্‌দেদার (কর্মীবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণ) অপেক্ষাও বেশী কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু কাহাকেও জানান না, প্রকাশও করেন না, কাহারও উপর ইহসান জিতান না, ভীতি ও বিনয় সহকারে কাজ করিয়া যান। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যে গ্রন্থই তাহাদের হস্তগত হয় তাহা পাঠ করিয়া ফেলেন। হুজুর (আইঃ) উপস্থিত খোদ্দামকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনারাও [হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী] পাঠ করুন; সেগুলি এক বিরাট ধনভাণ্ডার, যাহার মূল্য সমগ্র জগৎ মিলিত ভাবেও পরিশোধ করিতে পারে না।

হুজুর বলেন, খোদাতায়ালার ভাণ্ডার সমূহ গ্রহণ কর, আহরণ কর, এবং সেগুলির দিকে ধাবমান হও। তারপর হুজুর হাত তুলিয়া সকাতর আবেগময় ইজতেমায়ী দোওয়া করান। অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে 'খোদা হাফেজ' এবং 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। ('আল-ফজল'—৩১শে অক্টোবর ১১৮১ইং)।

অনুবাদঃ **মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী,

শুভ বিবাহ

ঢাকা নিবাসী জনাব ডঃ এস. এ, আতহার সাহেবের কন্যা মোসাম্মাত নুসরত জাহান বেগমের সহিত চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব আবদুল গফুর সিরাজী সাহেবের পুত্র জনাব ওহীদ আহমদ (মা'রুফ)-এর শুভ বিবাহ ২৫০০১ টাকা দেন-মোহর ধার্যে বিগত ২৭শে নভেম্বর ১৯৮১ইং শুক্রবার বাদ জুমা চট্টগ্রাম আহমদীয়া মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব।

উক্ত বিবাহ সর্বাঙ্গীণরূপে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নামে

সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

বিশেষ পয়গাম

[হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) হযরত বেগম সাহেবার ইন্তেকালের পূর্ব দিন অর্থাৎ ২রা ডিসেম্বর তারিখে দৈনিক 'আল-ফজল' এর ক্রোড়পত্রের মাধ্যমে জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির উদ্দেশ্যে যে দরদভরা মর্মস্পর্শী পয়গাম প্রদান করেন উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। —আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ]

'আমাদের ভরসা ও আশ্রয় স্থল একমাত্র আমাদের দয়াময় পরওয়ারদেগার আল্লাহতায়ালার এক ও অদ্বিতীয় বরকতময় সত্তা ; তাঁহারই সমীপে ঝুঁকিয়া আমাদের আহোযারী করিতে হইবে। সুতরাং এই পেরেশানী ও উদ্বেগ-জনক সময়ে তোমাদের রব্বের দরবারে প্রণত হও এবং তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থী হও।

প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ !

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু।

মনসুরা বেগমের (হুজুরের সহধর্মিনী) অসুস্থতা জনিত সূচনীয় ও উদ্বেগজনক অবস্থা সম্বন্ধে আপনারা সকলই জানিতে পারিয়াছেন। আট দিন পূর্বে কিডনি-পেইন আরম্ভ হয় এবং কিডনির ক্রিয়া বন্ধ হইয়া প্রস্রাববদ্ধতার উপসর্গ দেখা দেয়। বিগত শুক্রবারের সন্ধ্যায় অবস্থার অধিকতর অবনতি ঘটে এবং গতকল্য সন্ধ্যায় অবস্থা নাজুক রূপ ধারণ করে।

অসুস্থতার সূচনা হইতেই সর্ববিধ চিকিৎসার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফজলে-উমর হাসপাতালের ডাক্তারগণ বাহিরের ডাক্তারদের সহিত যথারীতি পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন এবং আমাদের প্রিয় আশিকে-রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (হযরত মসীহ মওউদ আঃ)-এর রীতি ও নিয়ম অনুযায়ী উক্ত চিকিৎসার সঙ্গে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসাও অব্যহত রহিয়াছে, কেননা শেফা (রোগমুক্তি) কোন ঔষধে নিহিত নয় বরং আমাদের রব্বের হাতেই ন্যাস্ত রহিয়াছে, উহা সম্পূর্ণ তাঁহারই ক্ষমতাধীন।

আমরা যে একই পবিত্র অস্তিত্ব-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা স্বরূপ প্রেম ও প্রীতির যে আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ আছি উহার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনাদের পেরেশানী, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কথা সততঃ অনুভব করিয়া থাকি, সেইজন্য প্রথম দিন হইতেই অসুস্থতার সার্বিক অবস্থা সম্বন্ধে আপনাদিগকে অবহিত রাখা হইতেছে।

এই পেরেশানী, ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার সময়ে আমাদের সাহারা ও ভরসা স্থল হইল একমাত্র আমাদের দয়াময় পরওয়ারদিগার আল্লাহ্‌তায়ালার এক ও অদ্বিতীয় বরকতময় সত্তা। তাঁহারই সমীপে আমাদের ঝুঁকিতে হইবে এবং তাঁহারই নিকট আমাদের দুঃখ-বেদনা পেশ করিয়া

আহোযারী করিতে হইবে, কেননা একমাত্র তিনিই আমাদের দোওয়া ও সকরুণ নিবেদন সমূহ সাদরে শ্রবণকারী এবং দুঃখ-কষ্ট ও ব্যকুলতার কবল হইতে উদ্ধারকারী।

সুতরাং এই পেরেশানীর সময়ে নিজেদের রব্বের সমীপে প্রণত হও এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। তোমরা সকলই আমার অন্তরের অতি নিকটে বাস কর এবং আমি তোমাদের জন্য দোওয়া করিয়া থাকি। খোদাতায়ালা তোমাদিগকে সদাসর্বদা নিজ হেফাজতে রাখুন এবং প্রত্যেক প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানী হইতে রক্ষা করুন, প্রতিটি কল্যাণ তোমরা প্রাপ্ত হও এবং প্রত্যেক অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাক।

তোমরা সদা তাঁহারই দুয়ারে পড়িয়া অবনত হইয়া থাক। খোদা তোমাদের সঙ্গে হউন!! খোদা তোমাদের সাথী হউন!! খোদা তোমাদের সহায় হউন!!!

তাং ২ | ১২ | ৯৮১ইং
২ | ১২ | ১৩৬০ হিঃ শাঃ

মির্যা নাসের আহমদ
(খলিফাতুল মসীহ সালেস)

মহা শোকবহ মর্মন্তুদ সংবাদ

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর জ্যেষ্ঠা নাতিনী, হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এর পুত্রবধু, মহান সেলসেলা আহমদীয়ার বুজুর্গ খাতুন হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এর সহধর্মিনী হযরত সৈয়েদা মনসুরা বেগম সাহেবা ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন।)

রাবওয়া, ৩রা ফাতাহ | ডিসেম্বর—অতিশয় দুঃখ-বেদনায় মুহ্যমান, অতি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জামাত আহমদীয়ার ভ্রাতা ও ভগ্নিগিকে এই মর্মন্তুদ সংবাদ জানান যাইতেছে যে আমাদের প্রিয় ঈমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সহধর্মিনী, সেলসেলা আহমদীয়ার 'বুজুর্গ খাতুন' (পুণ্যবতী নীষিনী) হযরত সৈয়েদা মনসুরা বেগম সাহেবা আজ রাত্রি (অর্থাৎ ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রি) বেলা সাড়ে আট ঘটিকায় রাবওয়ায় ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

হযরত সৈয়দা মরহুমা ছিলেন সৈয়দনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠা নাতিনী মালীরকোটলাবাসী হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব (রাঃ)-এর ঔরশে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পুণ্যবতী কন্যা হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রাঃ)-এর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী মুসলেহে মওউদ (রাঃ)-এর পুত্রবধু।

হযরত সৈয়েদা বেগম সাহেবা (রাঃ) ২৩শে নভেম্বর ১৯৮১ইং তারিখের রাত্রে কিডনি

পেইনে আক্রান্ত হন। উহার পর হইতে কিডনিপেইন এবং ইনফেকশন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাবওয়া ব্যতীত লাহোর, করাচী ও রাওয়ালপিণ্ডীর বিজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা তাঁহার সর্বাবিধ চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু পরিশেষে খোদাতায়ালার তকদীর পূর্ণ হয় এবং আজ রাত্রিতে হযরত সৈয়েদা বেগম সাহেবা আপন সর্বময় প্রভু আল্লাহতায়ালার সমীপে হাজির হইয়া যান। তাঁহার নামায-জানাযা ৪ঠা ডিসেম্বর বিকাল ৪ ঘটিকায় পড়ান হইবে। * মরহুমার পুণ্যময় সন্তানগণ হইতেছেন মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা আনাস আহমদ সাহেব, মোহারমা সাহেবজাদী আমাতুল-শাকুর সাহেবা, মোহ্‌তারমা সাহেবজাদী আমাতুল-হালীম সাহেবা, মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা ফরিদ আহমদ সাহেব এবং মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা লোকমান আহমদ সাহেব।

হযরত সৈয়েদা মরহুমা ২৭শে ডিসেম্বর ১৯১১ তারিখে হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবার পবিত্র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়েদনা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) ২রা জুলাই ১৯৩৪ইং সনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত সাহেবজাদা মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (আইয়েদাহুল্লাহু তায়ালা বে-নাসরেহিল-আযীয)-এর সহিত হযরত সৈয়েদার শুভ বিবাহ পড়ান। ৫ই আগষ্ট ১৯৪৪ইং মালীরকোটলায় বিবাহ অনুষ্ঠিত হইলে তিনি হযরত মুসলেহে মওউদ (রাঃ)-এর প্রথম পুত্রবধু হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।

হযরত সৈয়েদা বেগম সাহেবা (রাঃ) সুদীর্ঘ ৪৭ বৎসরকাল আমাদের প্রিয় ইমাম সৈয়েদনা খলিফাতুল মসীহ সালেস হযরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ)-এর জীবন সঙ্গিনী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। বিশেষতঃ হুজুর (আইঃ) খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত সৈয়েদা (রাঃ) সারা বিশ্বে বিস্তৃত জামাত আহমদীয়ার মহিলাগণের শিক্ষা-দীক্ষা ও তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে মৌলিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জাতিবর্গকে দ্বীনে-হক্ক ইসলামের পয়গাম ও দাওয়াত পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে হুজুর (আইঃ) যে সাত বার ব্যাপক সফর করেন হযরত বেগম সাহেবা প্রতি বারই সফরে সর্বত্র তাঁহার সঙ্গে থাকেন এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের আহমদী মহিলাদের জন্য তাঁহার পবিত্র সত্তা কুরআনী শিক্ষা ও আদর্শের এক অমূল্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং ঈমানের মজবুতীর কারণ হয়।

বিগত ১৯৮০ইং সনে ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা ৩টি মহাদেশের ১৩টি দেশে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত সফর কালে অসুস্থতা সত্বেও হযরত সৈয়েদা বেগম সাহেবা প্রতিটি স্থানে আহমদী মহিলাগণকে তাঁহার কল্যাণকর ভাষণ ও ইরশাদাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণীত করেন এবং সর্বত্র সকল মহিলাবৃন্দের অন্তরে তাঁহার পবিত্র সংসর্গের গভীর ও মর্মস্পর্শী প্রভাব রাখিয়া যান। এতদ্ব্যতীত লাজনা ইমাউল্লাহর কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ইজতেমা এবং সালানা জলসা

---

* রাবওয়া হইতে প্রাপ্ত একটি পত্র মারফত জানা গিয়াছে যে উক্ত তারিখে দূর দুরান্ত হইতে আগত পঞ্চাশ সহস্রাধিক শোকাভিভূত আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী হযরত সৈয়েদা বেগম সাহেবার নামায-জানাযায় শরীক হন।—অনুবাদক)

সমূহ (মহিলা) উপলক্ষে হযরত সৈয়েদা বেগম সাহেবার প্রাণ সঞ্চারী ভাষণ সমূহ গভীর রেখাপাতে অনুপম দৃষ্টান্ত বহণ করিত। আহমদীয়তের ইতিহাসে হযরত সৈয়েদা বেগম সাহেবার আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা ইহাও যে তিনি ৩১শে আগষ্ট ১৯৪৮ ইং সনে তাঁহার মহামর্যাদাবান ইমাম ও শ্বশুর হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর সহিত একসঙ্গে হিন্দুস্থান হইতে পাকিস্তান হিজরত করিয়াছিলেন। উক্ত ঐতিহাসিক সফরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর সহিত তিনি ব্যতীত হযরত সৈয়েদা উম্মে মতিন মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবাও (মুদ্দা যিল্লুহাল-অলি) ছিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র পরিবারের অপরাপর সকল শ্রদ্ধেয়া মহিলাবৃন্দ ইতিপূর্বেই পাকিস্তান হিজরত করিয়াছিলেন এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর সহিত সকলের শেষে আগমনকারী দুইজন মহিলার মধ্যে একজন ছিলেন তিনি । (আল-ফজল হইতে উদ্ধৃত ও অনুদিত)

পাক্ষিক 'আহমদী' সমগ্র জামাতের পক্ষে এই হৃদয় বিদারক দৈবিক ঘটনার জন্য সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ), মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা আনাস আহমদ সাহেব, মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা ফরিদ আহমদ সাহেব, মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা লোকমান আহমদ সাহেব, মোহতারমা সাহেবজাদী আমাতুল শাকুর সাহেবা ও মোহতারমা সাহেবজাদী আমাতুল হালীম সাহেবা ব্যতীত হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দের খেদমতে এবং বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত জামাত আহমদীয়ার সকল সদস্যবৃন্দের সমীপে আন্তরিক সমবেদনা পেশ করিতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে আমাদের সকাতর দোওয়া এই যে তিনি হযরত, সৈয়েদা বেগম সাহেবাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে 'আলা-ইল্লিইনে' বিশিষ্ট মোকাম দান করুন এবং হুজুর (আইঃ) এবং জামাতের এই অপূরণীয় ক্ষতি ও শুন্যতাকে স্বীয় রহমতে পূরণ করুন। (আমীন)

সমবেদনা-সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ৪ঠা ডিসেম্বর—হযরত সৈয়েদা বেগম সাহেবা (রহঃ)-এর হৃদয় বিদারক ইন্তেকাল সংবাদ শেষরাত্রি ৩-৩০ ঘটিকায় লণ্ডন-মিশন হইতে টেলিফোন যোগাযোগে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেবের নিকট পৌঁছিলে তখনই সর্বপ্রথম বিভিন্ন ভ্রাতাদিগকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা জামাতে টেলিফোনযোগে জানান হয়। তারপর বিশেষ সার্কুলার মারফত বাংলাদেশের সকল জামাতকে জ্ঞাত করা হয়। এই মর্মান্তিক সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রতিটি আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা গভীর শোক ও ব্যথায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দোওয়ায় মগ্ন হইয়া পড়েন।

উক্ত তারিখে জুমার নামাযান্তে হযরত বেগম সাহেবের জন্য নামায-জানাযা-গায়েব এবং মোহতারম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে এক সমবেদনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সকলের পক্ষ হইতে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ), সাহেবজাদা ও সাহেবজাদীগণ, খান্দান হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর সকল সদস্য এবং বিশ্বের সকল আহমদীর নিকট গভীর দুঃখ ও মর্মবেদনা প্রকাশ করিয়া একটি সমবেদনাপত্র পাঠিত হইলে উপস্থিত সকলে উহা স্বতঃস্ফূর্তরূপে সমর্থন করেন। পরিশেষে হযরত সৈয়েদা বেগম সাহেবার আত্মার শান্তি ও দারাজাতের বুলন্দির জন্য দোওয়া করা হয়। অনুরূপভাবে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অন্যান্য সকল জামাতে নামায-জানাযা-গয়েব এবং সমবেদনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়।

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

বিশেষ জ্ঞাতব্য

ওকফে-জদীদের চাঁদা আদায়ে তৎপর হউন

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলিয়াছেন ঃ

"আমাদের এইরূপ মুখলেস আহমদী মুয়াল্লেমগণের প্রয়োজন যাঁহাদের অন্তরে কুরআনী আহকামের উপর নিজেরা আমল করার এবং অন্যকেও আমল করাইবার আগ্রহ ও উদ্দীপনা আছে। তারপর সেই সকল মুয়াল্লেমদের খরচ-পত্র পূরণের উদ্দেশ্যে আমাদের চাঁদাও দেওয়া উচিত। এই চাঁদার একাংশ আমি আহমদী বালক-বালিকাগণের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে তাহাদের জিম্মায় ন্যাস্ত করিয়াছিলাম। আমি চাই যে স্বপ্রণদিত হইয়া স্বেচ্ছাকৃতরূপে নিজের পকেট-খরচ হইতে অল্প কিছু টাকা বাঁচাইয়া এই তাহরীকে পেশ করে না, জামাতে এমন কোন আহমদী বালক-বালিকা যেন না থাকে।")

জনাব প্রেসিডেন্ট ! সেক্রেটারী ওয়াকফে জদীদ সাহেবান !

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু।

ওয়াকফে জাদীদের চলতি বৎসর ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে শেষ হইতে চলিয়াছে। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী তদনুযায়ী নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততিদের (নবজাত শিশু সহ) ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করিয়া প্রতিশ্রুত গলাবায়ে-ইসলামের আসমানী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশীদার হউন। যেহেতু অধিকাংশ জামাত তাহাদের নিজ নিজ ওয়াদানুসারে চাঁদা আদায় করিয়া কেন্দ্রে প্রেরণ করিতে পারেন নাই সেইহেতু উক্ত তারিখ আগামী ১০ই জানুয়ারী '৮২ পর্য্যন্ত বর্ধিত করা হইল। উক্ত বর্ধিত ১০ দিন নিজ নিজ জামাতে চাঁদা আদায়ের আশুরা পালন করিয়া সম্পূর্ণরূপে চাঁদা আদায় করতঃ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নিজ নিজ জামাতের হিসাবসহ নামের তালিকা কেন্দ্রে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রকাশ থাকে যে, সম্পূর্ণ পরিশোধকারী চাঁদাদাতাদের নাম প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় হুজুর (আইঃ) এর নিকট দোয়ার জন্য প্রেরণ করা হইবে। আল্লাহ্তায়া আমাদের প্রত্যেকের সহায় ও রক্ষক হউন, আমীন। উল্লেখ্য যে, এই চাঁদার নূন্যতম হার হইল বার্ষিক ১২ টাকা।

মোহাম্মদ সামসুর রহমান
সেক্রেটারী, তাহরীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

['কিস্তিয়ে নূহ' (আমাদের শিক্ষা) পৃঃ ২২]

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০ম বার্ষিক ইজতেমার সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী :

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ অনুগ্রহে এবং তাঁর খাস রহমতে গত ২৭, ২৮ ও ২৯শে নভেম্বর, ১৯৮১ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ১০ম বার্ষিক ইজতেমা ঢাকা দারুত তবলীগে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে : , আল-হামদুলিল্লাহ।

অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে, স্কুল-কলেজে খোদ্দাম ও আতফালদের পরীক্ষা থাকা সত্বেও দেশের ভিভিন্ন অঞ্চলের ২৮টি মুকামী মজলিস, ৩টি বিভাগীয় ও ৬টি জেলা মজলিস থেকে ২৩৮জন খোদ্দাম ও ২৫ জন আতফাল এই ইজতেমায় যোগদান করেন।

তিন দিন ব্যাপী এই মহতী ইজতেমায় বহু তত্ব ও তথ্যবহুল তা'লীম, তরবিয়ত, খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাংগঠনিক বিষয়াবলী, কোরআন শরীফের দরস, হাদীস ও মলফুজাতের দরস, তাহাজ্জুদ ও পাঁচ ওয়াক্ত বাজামাত নামায, এতে সন্নেবেশিত ছিল।

২৭শে নভেম্বর শুক্রবার বাদ জু'ময়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র তেলাওয়াতে কোরআন পাক, নযম ও আহাদ পাঠের পর উদ্বোধনী তত্বমূলক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার মোহতারম জনাব আমীর সাহেব। তিনি ইজতেমা অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, বর্তমান যুগে আমরা ইসলামের বিজয়ের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। খোদ্দাম ও আতফালদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হতে নিজেদেরকে দুনিয়ার সামনে আমলী নমুনা পেশ করতে আহ্বান জানান। তিনি বিবাহ সম্পর্কে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এর আদর্শ থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়ে বলেন যে, খোদ্দামগণ তথা জামাতের যুবকগণ যেন সেই আদর্শের নমুনা জামাতে পেশ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণের পর চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। জনাব মোঃ আবদুল জলিল, মোতামদ, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ ১৯৮০-৮১ সলের মজলিসের কার্যবিবরণীর উপর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন। বার্ষিক রিপোর্টের পর জনাব মোঃ সাহাবউদ্দিন (নায়েম মাল) মজলিসের ১৯৮০-৮১ সালের আর্থিক (বাজেট) পেশ করেন।

সন্ধ্যার পূর্বে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার পর দু'টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ ও সময়োপযোগি এবং মূল্যবান নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী ও ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব, নায়েমে আলা, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ। বিষয়-বস্তু ছিল 'এতায়াতে-নেযাম, খেলাফত ও কওয়ায়েদে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া' ও 'গিবত, বদজন্নী, বাগাওয়াত ও তাকাব্বুর।'

রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাংগঠনিক তত্ব ও তথ্যাবলীর উপর সবিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ মজলিসের নায়েমগণ, বিভাগীয়, জেলা ও মহকুমা মজলিসের কায়েদ সাহেবান এবং তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে কায়েদ সাহেবদের রিপোর্ট এবং তালিমী বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং চলতি বছরের তালিমী প্রোগ্রাম প্রদান করেন নায়েম তালীম, জনাব নাজমুল হক সাহেব।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিন (২৮-১১-৮১) রাত ৪-০০ টায় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। বাজামাত ফজরের নামাযের পর কোরআন, হাদীস ও মালফুজাতের উপর দরস দেয়া হয়। পরে দ্বীনি মালুমাতের উপর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার পদ্ধতিতে এবার ভিন্ন ধরনের কিছুটা নতুনত্ব আনা হয়েছে, যার ফলে দেখা গেছে

যে সব খোদ্দাম ও আতফাল মজলিসের সাথে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ রাখেন তারা অধিকতর সাফল্য অর্জন করেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিভিন্ন মজলিসে নমুনা স্বরূপ শিক্ষা দেয়ার জন্য সরবরাহ করা হয়।

সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সাংগঠনিক আলোচনা হয়, এতে সকল খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

বিকালে বক্তৃতা, ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হয়। বহু সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন।

সন্ধ্যার পর মোহতারম জনাব আমীর সাহেব "সিরাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)"-এর উপর সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। হজ্বের তাৎপর্য ও অভিজ্ঞতা শীর্ষক বিষয়ে চৌধুরী আব্দুল মতিন সাহেব হজ্বের উপর বিষদ আলোকপাত করেন। উল্লেখ্য, তিনি অতি সম্প্রতি হজ্ব সমাপন করে দেশে ফিরে আসেন।

রাত ৮টা থেকে ১৯টা পর্যন্ত পুনরায় বিশেষ সাংগঠনিক আলোচনা হয়। বাংলাদেশের নাযেমগণ, বিভাগীয়, জেলা মহকুমা কায়েদ সাহেবান এবং তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ এতে অংশগ্রহণ করেন। সাংগঠনিক কার্যক্রম, মজলিসের হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

ইজতেমায় তৃতীয় দিন রোজ রবিবার ২৯-১১-৮১ ভোর রাত ৪টার সময় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাজের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। দরসে কোরআন পাকের পর বিশ্রাম নাস্তা স্লো সাইকেল রেস, গুলাইল প্রতিযোগিতা হয়। পরে কোরআন তেলওয়াত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১০টা থেকে ২-১০ পর্যন্ত সওয়াল ও জবাব এবং সাংগঠনিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বাংলাদেশের নাযেমগণ তাদের চলতি বছরের কার্যক্রম আগত সকল মজলিসের কায়েদ সাহেবানদের সামনে পেশ করেন। এদের মধ্যে, নাযেম, ওয়াকারে আমল, নাযেম খেদমতে খালক, নাযেম আতফাল, নাযেম, তাজনীদ, নাযেম, তরবিয়ত, নাযেম এশায়াত অন্যতম উল্লেখিত বিভাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

দুপুরে নামায, খাওয়া-দাওয়ার পর নযম, সাধারণ জ্ঞান, পয়গামে রেশানী (খোদ্দাম) স্মৃতি শক্তি পরীক্ষ, (আতফাল) এবং বাডমিন্টন ফাইন্যাল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

নামায মাগরেব ও এশার পর সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠানে কোরআন কোরআন তেলাওয়াত নযম, রচনা পাঠের পর মোহতরম জনাব আমীর সাহেব প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানে জামাতের বিশিষ্ট মোবাল্লেগ মৌঃ আনিসুর রহমান সাহেব বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামাত" শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন। মোহতারম জনাব আমীর সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দেন এবং ইজতেমায়ী দোয়া করেন।

ইজতেমার পরি-সমাপ্তিতে মোহতারম ন্যাশন্যাল কায়েদ সাহেবের ভাষণ, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি কর্তৃক ইজহারে তাশাককুর, ও আহাদ পাঠের পর সমাপ্তি ঘোষণা করে খোদ্দাম ও আতফালদেরকে স্ব স্ব মজলিসে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। সকল প্রসংসা এক মাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য।

উল্লেখ্য যে, প্রতিযোগিতা সমূহের ফলাফল পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।

—**মোঃ আবদুল জলিল**
মোতামাদ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফ আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিরীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proppríetors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor: A. H. Muhammad Ali Anwar